গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৮-১৪৯

তারিখঃ ১৪ চৈত্র ১৪২৫
২৮ মার্চ ২০১৯

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৪/০৪/২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

২৮/০৩/২০১৯
(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
উপসচিব
☎৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ/টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর
২০. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২১. সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

www.rthd.gov.bd || date: 2019-04-01

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ২৭ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ৯.৩০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা</u>
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।</td><td>১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।</td><td>উপসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)</td></tr>
<tr><td>২.</td><td><u>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার ফেব্রুয়ারি'১৯ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">জানুয়ারি'১৯ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">ফেব্রুয়ারি'১৯ মাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td></td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>০২</td><td>০</td><td>০২</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০২</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২৫</td><td>০০</td><td>২৫</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>২৫</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>১৬</td><td>০২</td><td>১৮</td><td>০২</td><td>০০</td><td>০২</td><td>১৬</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪৩</td><td>০২</td><td>৪৫</td><td>০২</td><td>-</td><td>০২</td><td>৪৩</td><td></td></tr>
</table>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও ডিটিসিএ-তে কোনো চলমান বিভাগীয় মামলা নেই।</td><td>(ক) জনাব ওয়াকিব আহমেদ চৌধুরী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের বিভাগীয় মামলার বিষয়ে পিএসসিতে মতামতের জন্য প্রেরিত প্রস্তাবের বিষয়ে যোগাযোগ করতে হবে।
(খ) বিআরটিএ'র চলমান ২৫টি বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।
(গ) বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ১৬টি মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লি তদন্ত কর্মকর্তাগ</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td><u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th colspan="2">মামলার ফলাফল</th><th rowspan="2">মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>সংস্থার পক্ষে</th><th>বিপক্ষে</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td colspan="6">ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ১৯টি মামলার রায়/আদেশ/নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৪টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ১৯টি মামলার মধ্যে সওজ-এ ১৮টি এবং বিআরটিএ-তে ০১টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>সওজ</td><td>৩২০৭</td><td>১৪</td><td>৩২২১</td><td>১৪</td><td>১৪</td><td>০০</td><td>৩২০৭</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২৪৪</td><td>০৩</td><td>২৪৭</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>২৪৭</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৮৬</td><td>০০</td><td>৮৬</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>৮৬</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩৫৩৮</td><td>১৭</td><td>৩৫৫৫</td><td>১৪</td><td>১৪</td><td>০০</td><td>৩৫৪১</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
</table>

www.rthd.gov.bd // date: 2019-04-01

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	যুগ্মসচিব (আইন) জানান- (ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিলের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, ট্রাইবুনালে চলমান মামলাগুলোর নিষ্পন্নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ যাতে যথাসময়ে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও সহযোগিতা প্রদান করে এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর হতে নির্দেশনা প্রদান করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) মহামান্য হাইকোর্টে চলমান গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিষয়ে নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিল করতে হবে। (ক) (৩) ট্রাইবুনালে চলমান মামলাগুলোর নিষ্পন্নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ যেন যথাসময়ে কোর্টে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও সহযোগিতা প্রদান করে এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী নির্দেশনা প্রদান করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	(খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৬০টি কনটেম্পট মামলা ছিল। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসে নতুন কোনো মামলা রুজু এবং নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৬০টি। ৬০টি কনটেম্পট মামলার কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। বকেয়া সংক্রান্ত কনটেম্পট মামলাগুলোর বিষয়ে সওজ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) (১) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিয়মিত মনিটরে রেখে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) (২) বকেয়া সংক্রান্ত কনটেম্পট মামলাগুলোর বিষয়ে সওজ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/ যুগ্মসচিব (আইন)
	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ১ম শ্রেণির মামলার সংখ্যা ১৫টি। তন্মধ্যে সওজের ১০টি, বিআরটিএ'র ০৫টি। ২য় ও ৩য় শ্রেণির মামলার সংখ্যা ১৮টি। তন্মধ্যে সওজের ১২টি ও বিআরটিএ'র ০৬টি মামলা রয়েছে।	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	
	ক. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সওজ অধিদপ্তরে ফেব্রুয়ারি'২০১৯ মাসে ১৪টি মামলা রুজু এবং ১৪টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২০৭টি। সওজ অধিদপ্তরের মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/যুগ্ম সচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২৪৪টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসে ০৩টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৪৭টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।	মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র চলমান মামলাগুলোর ওপর নিয়োজিত আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত আছে। জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৮৬টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসে কোনো মামলা রুজু এবং নিষ্পত্তি না হওয়ায় বিআরটিসিতে বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৮৬টি।	নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

www.rhd.gov.bd || date: 2019-04-04

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

অডিট আপত্তির বিবরণী:

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৭	০৫	০১	০১	-	০৭	-	০৭
সওজ অধিদপ্তর	৭,৩৬১	১,০৮৫	৫,৬৬৬	৬১০	০৯ (অঃ)	৭,৩৭০	০২ (সাঃ) ১২ (অঃ)	৭,৩৫৬
বিআরটিসি	৩,৬৬৩	২,৪৭০	১,১০২	৯১	-	৩,৬৬৩	০৭ (সাঃ)	৩,৬৫৬
বিআরটিএ	২৫৫	৪৩	২১২	-	-	২৫৫	-	২৫৫
ডিটিসিএ	১৮	০৮	০৯	০১	-	১৮	০১ (সাঃ)	১৭
ডিএমটিসিএল	১৬	০৬	১০	-	-	১৬	-	১৬
মোট	১১,৩২০	৩,৬১৭	৭,০০০	৭০৩	০৯	১১,৩২৯	২২	১১,৩০৭

উপসচিব (অডিট) জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১১,৩২০। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসে ০৯টি অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং ২২টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,৩০৭টি।

(ক) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জনাব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ১টি এবং খসড়া ১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। সওজ এর খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এপ্রিল ২০১৯ মাস হতে পুনরায় জোনভিত্তিক পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হবে। আগামী মাস হতে জোনভিত্তিক পর্যালোচনা সভা করার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরীর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ঢাকা জোন দিয়ে পর্যালোচনা সভা শুরুর বিষয়টিও সভায় অবহিত করা হয়।	(ক) (১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি খসড়া ও ১টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) জোনভিত্তিক পর্যালোচনা সভা করার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। আগামী মাসে ঢাকা জোনের ওপর পর্যালোচনা সভার আয়োজন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
(খ) (১) নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহ হতে নিরীক্ষাদলকে যথাযথ তথ্য ও কাগজপত্র সরবরাহ নিশ্চিত, AIR জারির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ব্রডশীট জবাব দাখিল, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধি করা এবং ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ভ্যাট আইটি কর্তন বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করার লক্ষ্যে পর্যালোচনা করে মতামত/প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে ০৫/০৩/২০১৯ তারিখে প্রধান প্রকৌশলীকে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর হতে কোনো প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষাদলকে যথাযথ তথ্য এবং কাগজপত্র সরবরাহ এবং যথাসময়ে ব্রডশীট জবাব দাখিলের জন্য সভায় পুনরায় পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বয়সসীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব ও ভ্যাট আইটি কর্তন বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করার লক্ষ্যে প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয় প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) (১) নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহ হতে নিরীক্ষাদলকে যথাযথ তথ্য এবং কাগজপত্র সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। (খ) (২) AIR জারির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ব্রডশীট জবাব দাখিল নিশ্চিত করতে হবে। (খ) (৩) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) (৪) ভ্যাট আইটি কর্তন বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করার লক্ষ্যে পর্যালোচনা করে মতামত/প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী সওজ
(গ) বিআরটিএ হতে কার্যপত্র পাওয়া গিয়েছে। তবে অনেকগুলোর ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়নি এবং অনেকগুলোতে প্রমাণক সংযুক্ত নেই। বিআরটিএ হতে অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব যথাসময়ে ও সঠিকভাবে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঙ) (১) বিআরটিএ হতে যথাসময়ে সঠিক ও নির্ভুল কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ / অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
(চ) পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(চ) বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের জন্য পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করে পূর্ত	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

www.rthd.gov.bd // date: 2019-04-01

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		অডিট অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করতে হবে।	
	(ছ) ডিএমটিসিএল এর প্রতিনিধি জানান, ডিএমটিসিএল-এ ১৬ টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(ছ) নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল), অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
৫.	**পেনশন কেইস:**		

পেনশন কেইস:

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিস্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৪	-	০৪	-	০৪	দীর্ঘ পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	২৩	০৫	২৮	৬	২২	
বিআরটিসি	১৫৩	০২	১৫৫	৪ (আংশিক পরিশোধ)	১৫৫	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	
মোট	**১৮০**	০৭	**১৮৭**	৬	**১৮১**	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	ক.সওজ: উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে অডিট অধিদপ্তরের প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (অডিট ও বাজেট)- জানান পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।	৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)-কে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষ ও হিসাব), সওজ
	খ. বিআরটিসি: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। বিবেচ্যমাসে ৮,০০,০০০.০০ (আট লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	(১) প্রতিমাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	(২) যুগ্মসচিব (বিআরটিসি অধিশাখা) জানান, বিআরটিসিতে কর্মরত ২২১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি ও শ্রমিকদের আংশিক/সম্পূর্ণ গ্র্যাচুইটি পরিশোধের নিমিত্ত ২৫,৪৫,০৬,৫৫১.০০ (পঁচিশ কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশত একান্ন) টাকা থোক বরাদ্দ প্রদানের জন্য ২৭/০১/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগকে পত্র এবং ০৩/০৩/২০১৯ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়েছে। পুনরায় তাগিদ ও সরাসরি যোগাযোগ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(২) বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়ে অর্থ বিভাগে তাগিদ দিতে হবে এবং সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে।	
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৯** যুগ্মসচিব (বিআরটিসি অধিশাখা) জানান, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ বিলটির কয়েকটি ধারা/দফায় অস্পষ্টতা রয়েছে মর্মে উল্লেখ করে নথি ফেরত প্রদান করে। অস্পষ্ট দফা/ধারাগুলোতে বর্ণিত বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে স্পষ্টীকরণ করে বিআরটিসি এ বিভাগে প্রেরণ করেছে। বিষয়টির উপর ২৭/০২/২০১৯ তারিখে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি পর্যালোচনা সভা করা হয়েছে। অস্পষ্ট দফা/ধারাগুলোর কিছু স্থানে সংশোধন/সংযোজন/পরিমার্জন করে পুনরায় প্রেরণের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত হয়। এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সমন্ব ও প্রশিক্ষণ)
	খ. রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ বাস্তবায়ন: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, নীতিমালা বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মোটরযানের সিলিং নির্ধারণ এবং একই সাথে একটি মোটরযান একাধিক রাইড শেয়ারিং কোম্পানীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কিনা সে বিষয়ে গঠিত কমিটির ১ম সভা গত ২৭/০২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সমন্ব ও প্রশিক্ষণ)
	গ. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর খসড়া বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম শেষকরত: মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) জানান, খসড়া বিধামালা প্রণয়ন প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে মর্মে বিআরটিএ হতে টেলিফোনে জানানো হয়েছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে বিধিমালাটি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যাবে মর্মে আশা করা যায়।	আগামী ০৫/০৪/২০১৯ তারিখের মধ্যে খসড়া বিধিমালা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (বিআরটিএ)

www.rthd.gov.bd || date: 2019-04-01

	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঘ. ফেরি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৮: প্রধান প্রকৌশলী জানান, জানুয়ারি ২০১৯ মাসে ৪৩টি ফেরিঘাটের ফেরি ইঞ্জিনের সার্ভিসিং যথাসময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। ইজারাদার কর্তৃক ফেরি সার্ভিসিং এর বিষয়টি ইজারাচুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রম ও অগ্রগতি সংবলিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যথাসময়ে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় প্রেরণ না করায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রতিমাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করেন।	সভার নির্দেশনা অনুযায়ী মাঠ পর্যায় গৃহীত কার্যক্রম ও অগ্রগতি সংবলিত প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক
	ঙ. মহাসড়ক আইন, ২০১৯: যুগ্মসচিব (আইন) জানান গঠিত কমিটি কর্তৃক মহাসড়ক আইন, ২০১৯ খসড়া চূড়ান্ত করে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর দাখিল করা হয়েছে। সওজ অধিদপ্তর ও এ বিভাগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) খসড়া আইনটির ওপর পর্যালোচনা সভা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন করে পরবর্তী কর্যক্রম গ্রহণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সওজ অধিদপ্তর ও এ বিভাগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) খসড়া আইনটির ওপর পর্যালোচনা সভা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ সভায় জানান যে, (ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে সড়ক বিভাগসমূহ কর্তৃক ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের পরিচর্যা চলমান আছে। মহাসড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষরোপন পরবর্তী কার্যক্রম দেখভাল করার বিষয়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং, ঢাকার সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং জানান সভায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহাসড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষরোপন পরবর্তী কার্যক্রম দেখভাল করার বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলীর সাথে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত রয়েছে। শীঘ্রই প্রধান প্রকৌশলীর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সভাপতি আগামী সভার পূর্বে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের নিয়মিত পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) মহাসড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপন এবং বৃক্ষরোপন পরবর্তী কার্যক্রম দেখভাল করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (ক) (৩) পরিদর্শন কার্যক্রম ও পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (৪) মৃত গাছের স্থলে নতুন গাছের চারা রোপনের বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সক
	(খ) নন-গেজেটেড শাখা হতে জানানো হয়েছে মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে নীতিমালা আকারে প্রস্তাব প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। নীতিমালা পর্যালোচনা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) নীতিমালার ওপর একটি পর্যালোচনা সভার আয়োজন করতে হবে।	যুগ্মসিচব (টো ও এক্সেল)
	(গ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। রোপিত গাছে পানি দেয়া ও পরিচর্যার কাজ চলমান আছে।	(গ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচি (উন্নয়ন)/ অতিরিক্ত প্রধ প্রকৌশলী, ময়মনসিং জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবি
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে- (ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধ স্থাপনা দ্রুত অপসারণের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণ এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌ অতিরিক্ত স (এস্টেট), সম্পত্তি ও ত কর্মকর্তা (স
	(খ) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য সড়ক বিভাগসমূহকে পত্র দেয়া হয়েছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(খ) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করতে হবে।	

www.rthd.gov.bd // date: 2019-04-01

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ রয়েছে। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় তার অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।	উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌ অতিরিক্ত সচি (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আই কর্মকর্তা, প্রধা কার্যালয়
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ঢাকা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা গত ১৮/০২/২০১৯, ১৯/০২/২০১৯, ২৩/০২/২০১৯,২৪/০২/২০১৯ ও ২৫/০২/২০১৯ তারিখে বিভিন্ন সড়ক বিভাগের অওতায় সওজ এর জায়গা হতে ১২১৬টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের মাধ্যমে ২১.১৯ একর ভূমি উদ্ধার করা হয় যার আনুমানিক মূল্য ৯৬ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী সওজ /সম্পত্তি আইন কর্মকর্ত ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা জানান, (ক) ০৬/০২/২০১৯ তারিখ খুলনা জেলার দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মোংলা (দ্বিগরাজ) জাতীয় মহাসড়কের (এন-৭) রূপসা ফেরিঘাটের পূর্ব প্রান্ত হতে খুদির বটতলা পর্যন্ত সওজ'র রাস্তার উভয় পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা প্রায় ১৭৫টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়েছে। এতে প্রায় ৭.০০ একর জমি অবৈধ দখলমুক্ত হয়। (খ) ১১/০২/২০১৯ তারিখ বাগেরহাট জেলার সাইনবোর্ড-মোড়লগঞ্জ-রায়েন্দা-শরণখোলা-বগী (আর-৭৭৩) আঞ্চলিক মহাসড়কে সওজ অধিদপ্তরের অধিগ্রহণকৃত জমিতে সাইনবোর্ড হতে কালিকা বাড়ী বাজার পর্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা প্রায় ২১৭টি স্থাপন অপসারণ করা হয়েছে। তাছাড়াও যানজট নিরসন এবং নির্বিঘ্নে গাড়ী চলাচলের লক্ষ্যে অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক রাস্তার পার্শ্বে রাখা ইট, বালু, পাথর ও গাছের গুড়িও অপসারণ করা হয়েছে। উক্ত অভিযানে প্রায় ১১.৫০ একর জমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে। ফলে পরিকল্পিতভাবে উচ্ছেদ করা যায়না। সভায় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান, যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শীঘ্রই এ সমস্যার সমাধান হবে।	(ক) সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে মহাসড়ক ও সওজ অধিদপ্তরে জায়গা হতে অবৈধ স্থাপনা ও হাট বাজার উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাবহ রাখতে হবে। (খ) দ্রুত যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচি (সম্পত্তি)/এস্টে ও আইন কর্মকর্ত খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম জানান, ০৩/০৩/২০১৯ তারিখ চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলাধীন হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙ্গা-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কের ৮ম কিলোমিটারে সরকারেরহাট বাজার নামক স্থানে সওজ অধিগ্রহণকৃত রাস্তার উভয় পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা/টিনশেডের ২০০টি স্থাপনা অপসারণ করে ৪(চার) একর জমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়েছে। অবৈধ দখল মুক্ত ভূমির বর্তমান বাজারদর আনুমানিক ৫০.০০ কোটি টাকা। তিনি আরও জানান উদ্ধারকৃত জায়গা যথাযথভাবে দখলে রাখার জন্য উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।	(ক) সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে মহাসড়ক ও সওজ অধিদপ্তরে জায়গা হতে অবৈধ স্থাপনা ও হাট বাজার উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাবহ রাখতে হবে। (খ) উদ্ধারকৃত জায়গা যথাযথভাবে দখলে রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী অতিরিক্ত সচি (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্ত চট্টগ্রাম
	বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক ২৫০৯টি মামলা দায়ের করে ৪৩,২৬,৩১০/- (তেতাল্লিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার তিনশত দশ) টাকা জরিমানা আদায়সহ ৪৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান এবং ০৫টি যানবাহন ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচি (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)
৯.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** (ক) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে স্থাপিত সাইনবোর্ড অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে পত্র দেয়াসহ ফুট ওভার ব্রিজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড চিহ্নিত করে অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। রংপুর জোনের নীলফামারী সড়ক বিভাগের জায়গা ৭টি অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড ইতোমধ্যে অপসারণ করা হয়েছে এবং বগুড়া সড়ক বিভাগ হতে ১টি প্রতিষ্ঠানকে এবং গোপালগঞ্জ জোনের গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগ হতে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা ঢাকা জোন, জানান বিভিন্ন মহাসড়কের পার্শ্ব হতে প্রায় ৪৯টি অবৈধ বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড উচ্ছেদ করা হয়েছে।	(ক) ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশ সওজ/সম্পত্তি আইন কর্মকর্ত (সকল)/ নির্বা প্রকৌশলী (সকল)

www.rthd.gov.bd // date: 20/04/21

	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	উল্লেখ্য, এ বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক ও সকল পুলিশ সুপারকে ০৬/০২/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে পত্র দেয়া হয়েছে।	(খ) বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপনবোর্ড বিষয়ে অবহিত করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
১০.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান যে, (ক) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সড়ক ও যান্ত্রিক বিভাগে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মেরামত অযোগ্য যন্ত্রপাতির একটি তালিকা প্রস্তুত করে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সকল জোন প্রধানদের পত্রের মাধমে অনুরোধ করা হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সড়ক বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মেরামত অযোগ্য পরিদর্শনযানের সংখ্যা ৬০টি। ৬০টিরই সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত সার্ভে রিপোর্টগুলি অতিসত্বর অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। তাছাড়া, মেরামত অযোগ্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সংখ্যা ৩১৫টি। ৩১৫টিরই সার্ভে রিপোর্ট সকল প্রকার কার্যক্রম সম্পন্ন করে নিলামকরত: ঠিকাদারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।	(ক) মেরামত অযোগ্য ৬০টি। পরিদর্শনযানের সার্ভে রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(খ) সিনিয়র সহকারী প্রধান (বৈদেশিক সহায়তা শাখা) পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৪/১২/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পরিকল্পনা কমিশন হতে কোয়ারি করে গত ০৮/০১/২০১৯ তারিখে এ বিভাগে পত্র প্রেরণ করে। কোয়ারির মধ্যে ২টির জবাব ১৮/০২/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট একটি কোয়ারি জবাব চেয়ে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে।	(খ) অবশিষ্ট একটি কোয়ারি জবাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্র
	(গ) (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ২০টি সড়ক বিভাগে শেড বিদ্যমান রয়েছে। ৪৪টি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া অবশিষ্ট ১টি সড়ক বিভাগে (গাজীপুর সড়ক বিভাগ) জায়গা নেই বলে শেড নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। গাজীপুর সড়ক বিভাগের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।	(গ) (১) যে সকল সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন তা সম্পন্ন করতে হবে এবং গাজীপুর সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণে লক্ষ্যে জায়গার ব্যবস্থা করার উদ্যোগে নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশ অতিরিক্ত প্রধ প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(গ) (২) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, বাজেট চাহিদায় শেড নির্মাণ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কোডে বরাদ্দ প্রাপ্তির লক্ষ্যে নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	(গ) (২) বাজেট চাহিদায় শেড নির্মাণ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কোডে বরাদ্দ চাইতে হবে।	
	(ঘ) উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, বগুড়া ফেরি বিভাগ বিলুপ্ত করে ফরিদপুর ফেরি বিভাগ সৃজন এবং ফেরি উপবিভাগ বগুড়া বিলুপ্ত করে রংপুর কারখানা উপবিভাগ সৃজনের বিষয়ে ১৮/১১/২০১৮ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কোয়ারী করা হয়। কোয়ারী জবাব ১২/০২/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(ঘ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশ অতিরিক্ত সচিব/উপসচি (সওজ গেজে সংস্থাপন)
১১.	**ক. বিআরটিএ:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) জানান, বিআরটিএ'র টিওএন্ডই-তে যানবাহন অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ অতিরিক্ত সা (বিআরটি সংস্থাপন অধিশাখা
	খ. ৯৯৯ নম্বর সংবলিত স্টীকার গণপরিবহনে প্রদর্শন: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, যাত্রীদের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে যাত্রী হয়রানি, ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য হট লাইন নম্বর ৯৯৯ সংবলিত স্টীকার ইতোমধ্যে বিআরটিএ হতে সংগ্রহ করে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে লাগানো হয়েছে। আমদানিতব্য গাড়ি সংগ্রহপূর্বক বিআরটিসি'র বহরে যুক্ত হওয়ার পর নতুন গাড়িতে ৯৯৯ নম্বর স্টীকার লাগানো হবে। আমদানিতব্য গাড়িতে ৯৯৯ নম্বর স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। বিআরটিসির ড্রাইভারদের যাত্রী সাধারণের সাথে সৌজন্যমূলক/ভদ্র ব্যবহার এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষার্থে করণীয় বিষয়ে Motivation দিতে হবে। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, যাত্রী পরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে গাড়ীর মালিকগণকে অবহিত করা হয়েছে।	(ক) যাত্রীপরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বিআরটিসির ড্রাইভারদের যাত্রী সাধারণের সাথে সৌজন্যমূলক/ভদ্র ব্যবহার এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষার্থে করণীয় বিষয়ে Motivation দিতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ বিআরটিসি অতিরিক্ত সা যুগ্মসচিব (আরটিএ বিআরটি বিসংস্থাপ

www.rthd.gov.bd // date: 2019-04-01

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়
১২.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পদ সৃজন :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাসহ সহায়ক পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কোয়ারীর জবাব ২০/০২/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটে সংস্থাপন)
	খ. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ী ও ড্রাইভারের পদ সৃজন : উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জীপ গাড়ী TO & E-তে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ড্রাইভারের ৪টি পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটে সংস্থাপন)
	গ. বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজন: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, TO & E-তে অন্তর্ভুক্তপূর্বক ১১টি ড্রাইভারের পদ সৃজনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।	TO & E-তে যানবাহন অন্তর্ভুক্তপূর্বক ১১টি ড্রাইভারে পদ সৃজন করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	ঘ. Competancy Test বোর্ডের জন্য কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান প্রসংগে: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, Competency Test বোর্ডে উপস্থিত সদস্যদের সম্মানি প্রদানের নিমিত্ত গত ০৬/০২/২০১৯ তারিখে বিআরটিএ হতে পুনঃপ্রস্তাব পাওয়া যায়। প্রস্তাব প্রেরণে অর্থ বিভাগের পরিপত্র রয়েছে। উক্ত পরিপত্রের আলোকে নতুন প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বিআরটিএতে ১০/০৩/২০১৯ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। বিআরটিএ হতে প্রস্তাব পাওয়ার পর মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণে বিলম্ব হওয়া বঞ্চনীয় নয় মর্মে সভাপতি অবহিত করেন। তিনি আরও অবহিত করেন বিআরটিএ'র বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেন্ডিং রয়েছে। এগুলোর বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উইং ও শাখা কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(১) Competancy Test বোর্ডে উপস্থিত সদস্যদের সম্মানি প্রদানের নিমিত্ত অর্থ বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী বরাদ্দ চেয়ে পুন:প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) বিআরটিএ'র পেন্ডিং বিষয়ে উইং ও শাখা হতে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/যুগ্মসচি (বিআরটিএ সংস্থাপন
১৩.	**বিবিধ:** **ক.বিআরটিসি কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ডিসিএল বাবদ ২০১১-২০১২ অর্থ-বছর হতে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৬,৮৯,০০,০০০/-(ছয় কোটি উননব্বই লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি'২০১৯ মাসে ৫,০০০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ডিএসএল পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।	ডিএসএল বাবদ পাওনা ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি
	খ. Rapid Pass: (১) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। (২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে বিভিন্ন অপারেটরদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বিআরটিসির আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে র‍্যাপিড পাস ব্যবহার নেই। এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে কর্মরতদের উদ্বুদ্ধকরণসহ প্রশাসনিক উদ্যোগ প্রয়োজন। যাত্রীসাধারণ বিআরটিসি'র গাড়ীতে ভাড়া পরিশোধে র‍্যাপিড পাস ব্যবহার করতে না পারলে কার্ড বিক্রি দুরূহ হবে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (৩) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, পরিবহন মালিকদের Rapid Pass কার্ডে অর্থের লিমিট বাড়ানোর বিষয়টি নিয়ে জাইকার কারিগরি টিমের সাথে আলোচনা হচ্ছে। সহসাই এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে। (৪) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহারের Handy R/W ডিভাইস এর ত্রুটি পাওয়া মাত্র তা সংশোধন/পরিবর্তনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। (৫) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, নবীনগর-মতিঝিল রুটে র‍্যাপিড পাস ব্যবহারের জন্য ১০/০২/২০১৮ তারিখে ১৫টি ডিভাইস BRTC-র মতিঝিল ডিপোকে হস্তান্তর করা হলেও অদ্যাবধি এ রুটে র‍্যাপিড পাস ব্যবহার শুরু হয়নি। এ বিষয়ে BRTC হতে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।	(১) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগ নিতে হবে। (৩) পরিবহন মালিকদের Rapid Pass কার্ডে অর্থের লিমিট বাড়ানোর বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। (৪) Rapid Pass কার্ড ব্যবহারকারী ডিভাইসে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে তা সচল করার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। (৫) নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

www.rthd.gov.bd // date: 2019-04-01

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
গ. ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ভবন নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। ফাউন্ডেশনের সকল Shored পাইল ও সার্ভিস পাইলসহ অন্যান্য সকল পাইলের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে বেইজমেন্টের ১ম ফ্লোরের কলাম-সহ স্লাব কাস্টিং এর কাজ চলমান। সার্বিক ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ২৭.০১%। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে।	ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
ঘ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র সকল বাসের চালক, কন্ডাক্টরদের বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায় ও বিআরটিসি'র সকল স্থাপনার বকেয়া ভাড়া আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। রাজস্ব জমাদান-এ ব্যর্থদেরকে চাকুরিচ্যুতিকরণসহ তাদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী পিডিআর অ্যাক্ট-এ সার্টিফিকেট মামলাসহ ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও দীর্ঘমেয়াদী লীজে গাড়ি নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারী ও রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থ ইজারাদারদের ইজারা বাতিলসহ দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। শর্ত ভঙ্গকারী ও রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্টভাবে কী ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার তথ্যভিত্তিক জবাব প্রয়োজন। এপ্রিল'১৯ মাসে সচিব মহোদয় সভা করবেন। উক্ত সভার পূর্বেই তথ্যভিত্তিক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (২) ১১/০২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উক্ত পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত ট্রিপ মূল্য নির্ধারণ কমিটির মাধ্যমে যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ট্রিপ মূল্য নির্ধারণ এবং ট্রিপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে GPS System চালু করা যেতে পারে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে সুপারিশ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে বিআরটিসি'র পরিচালক (প্রশাসন)-কে আহবায়ক এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উপ-প্রধান জনাব সামীমুজ্জামানকে অন্তর্ভুক্ত করে বিআরটিসি'র বাসের ট্রিপ মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। উপ-প্রধান জনাব সামীমুজ্জামান সভাকে অবহিত করেন ইতোমধ্যে পুনর্গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে পুনরায় আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। গঠিত কমিটিকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ট্রিপ নির্ধারণে করণীয় বিষয়ে রিপোর্ট প্রদানের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) (ক) বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্দে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) শর্ত ভঙ্গকারী ও রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্টভাবে কী ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার তথ্যভিত্তিক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) ট্রিপ মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত গঠিত কমিটি আগামী ০৪/০৪/২০১৯ তারিখের মধ্যে ট্রিপ নির্ধারণে করণীয় বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান করবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
ঙ. সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল সংক্রান্ত: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। শীঘ্রই সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ/সেমিনারের আয়োজন করা হবে। দ্রুত সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, রোড সেফটি বিষয়ে ৬/০২/২০১৯ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে সামগ্রিক বিষয় নিয়ে বড় পরিসরে শিঘ্রই একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হবে।	(১) এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে দ্রুত একটি ওয়ার্কশপ/ সেমিনার আয়োজন করতে হবে। (২) রোড সেফটির সামগ্রিক বিষয় নিয়ে বড় পরিসরে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
চ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রেরিত ডিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। মার্চ ২০১৮, এপ্রিল ২০১৮, মে ২০১৮, অক্টোবর ২০১৮ এবং নভেম্বর ২০১৮, জানুয়ারি ২০১৯ এবং ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত উপানুষ্ঠানিক পত্রের অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৪/০২/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিমাসে এ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন এবং ডি.ও পত্রের বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা হতে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরিত পত্রের অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) গুরুত্ব সহকারে ডি.ও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) উপানুষ্ঠানিক পত্রের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে এবং ডি.ও পত্রের বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা হতে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরিত পত্রের অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
ছ. ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত: অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর অধিশাখা) জানান, ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করে আদালতের রায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) সংশ্লিষ্টদের নিয়ে এপ্রিল ২০১৯ মাসে এ বিষয়ে একটি সভা করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করে আদালতের রায় বাস্তবায়ন করতে হবে। (২) এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) সংশ্লিষ্টদের নিয়ে এপ্রিল ২০১৯ মাসে একটি সভার আয়োজন করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

www.rthd.gov.bd // date: 2019-04-01

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	জ. সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: (১) **Annual Performance Agreement (APA) ২০১৭-২০১৮ :** (i) উপসচিব (বাজেট) জানান, ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ বিভাগসহ আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। (ii) এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর একটি সভা আয়োজন করা হবে। এ বিষয়ে এ মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে দপ্তর/সংস্থা হতে অগ্রগতি প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর সভার আয়োজন করা হবে। প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক এপ্রিল মাসের ১ম সপ্তাহে সভা অহবান করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(i) (১) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। (i) (২) এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে এপ্রিল মাসের ১ম সপ্তাহে সভা আহবান করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচি (বাজেট)/উপসচি (বাজেট)
	(২) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯: উপসচিব (ডিএমটিসিএল অধিশাখা) জানান- (ক) (১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের তৃতীয় প্রান্তিকের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন চলমান। (১.২) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও অধীন সংস্থাসমূহের তৃতীয় প্রান্তিকের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত ৫.৫ ক্রমিকের 'চালুকৃত অনলাইন/ই-সেবার ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ', ৬.৩ ক্রমিকের 'চালুকৃত উদ্ভাবন উদ্যোগ/সহজীকৃত সেবা পরিবীক্ষণ', ৭.৩ ক্রমিকের 'মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ' লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যথাযথভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া ১.৩ ক্রমিকের 'স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ', ৪.১ ক্রমিকের 'স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ', ৪.৪ ক্রমিকের 'তথ্য বাতায়নে সংযোজিত সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ হালনাগাদকরণ' কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিশেষত আইসিটি সংশ্লিষ্টদের কর্মকর্তাদের বিশেষ উদ্যোগ কাম্য। (১.৩) 'দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ' শীর্ষক কার্যক্রমে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ : (১) 'কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অংশগ্রহণে নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা ১৯৮২; সরকারি কর্মচারি আচারণ বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা/প্রশিক্ষণ আয়োজন' বিষয়ে ৫৫ জনকে গত ০৯/০৩/২০১৯ তারিখে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এছাড়া শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত ১১.৫ ক্রমিকের "আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রণীত/দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান" ১২/০৩/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। (খ) (১) NIS কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৮-২০১৯) অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে প্রতি তিনমাস অন্তর অন্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়। জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯ প্রান্তিকের পর্যালোচনা সভা ২৮/০৩/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। (খ) (২) শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা (২০১৮-২০১৯) অনুযায়ী ৩য় প্রান্তিকের (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯) সকল কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের উদ্যোগ ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কাম্য।	চলতি অর্থ-বছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনার (২০১৮-২০১৯) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সংস্থা প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকা পয়েন্ট কর্মকর্ত শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা
	(৩) **Sustainable Development Goals (SDGs) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত:** এসডিজি বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব মোঃ এহছানে এলাহী, অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান, দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে আগামী ০৬/০৪/২০১৯ তারিখে বিআরটিএ ভবনের সম্মেলন কক্ষে এসডিজি'র ওপর এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।	কর্মশালা আয়োজনের সকল প্রস্তুতি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচি (বাজেট)
	(৪) **বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত:** সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ বাস্তবায়ন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব চন্দন কুমার দে, অতিরিক্ত সচিব জানান, দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ ও এসডিজি বিষয়ে যৌথভাবে সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে আগামী ০৬/০৪/২০১৯ তারিখে বিআরটিএ ভবনের সম্মেলন কক্ষে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।	কর্মশালা আয়োজনের সকল প্রস্তুতি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব (ডিটিসিএ)
	(৫) Grivance Redress System - GRS : (ক) ফোকাল পয়েন্ট (GRS) জানান, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসে এ বিভাগে অনলাইনের মাধ্যমে ৮টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ৩টি, বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট ১টি ও বিআরটিসি সংশ্লিষ্ট ১টি। এছাড়া, ৩টি অভিযোগ এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয়। ৭টি অভিযোগের জবাব দেয়া হয়েছে। বিআরটিসি'র ১টি অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (আইন) ও GR ফোকাল পয়েন

www.rthd.gov.bd // date: 2019-04-01

	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকা:
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিএ ও বিআরটিসি জানান, সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী GRS সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।	(খ) অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	কর্মকর্তা
	(৬) Integrated Budget Accounting System (iBAS-2) : উপসচিব (বাজেট) জানান, এ বিভাগ ও সওজ অধিপ্তরের প্রকল্প পরিচালকদের iBAS -2 সিস্টেম ব্যবহার বিষয়ে সিজিএ ভবনে অর্থ বিভাগের উদ্যোগে দুই দফায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকগণ iBAS সিস্টেমে কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন।	iBAS -2 সিস্টেম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচি (উন্নয়ন/বাজেট) সকল সংস্থা প্রধ প্রধান হিসাবরক্ষ কর্মকর্তা/ উপসচি (জিএফডিপি/ ডিএফডিপি/বাজে
	(৭) Public Sevrice Innovation: উপসচিব (অডিট) জানান- (ক) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। (খ) Innovation আইডিয়া সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বিভাগের ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দ্রুত সময়ে Workshop আয়োজন করা হবে। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) অবহিত করেন Workshopটি বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।	(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) Innovation আইডিয়া সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বিভাগের ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দ্রুত Workshop-এর আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচি (প্রশাসন)/ উপসচিব (অডিট)
	(৭) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ফেব্রুয়ারি'১৯ মাসে সওজ অধিদপ্তর ১৯৯টি নথি ও ১৪৮টি পত্রজারি, বিআরটিএ ৭০টি নথি ও ৪০ টি পত্রজারি, বিআরটিসি ৩০৬টি নথি ও ৫৪টি পত্রজারি, ডিটিসিএ ৭টি নথি ও ১৫টি পত্রজারি নিষ্পন্ন করা হয়েছে।	ই-নথির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচি অধিদপ্তর/কর্তৃপ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টে এনালিস্ট
	(৮) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): সুনীল অর্থনীতি: প্রেক্ষিত মহাসড়ক নেটওয়ার্ক" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজনের লক্ষ্যে ২৭/০৩/২০১৯ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে প্রস্তুতিমূলক সভার আয়োজন করা হয়েছে।	ব্লু-ইকোনমি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা ও কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সমন্বয়ে দ্রুত সময়ে বড় পরিসরে ওয়ার্কশপের আয়োজন করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপ সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) যুগ্মপ্রধান/ মাখজানুল ইসলা তৌহিদ, সিনিয়র সহকারী প্রধান/ বেগম ইসমত আরা, চীপ ট্রান্সপোর্ট ইকোনোমিস্ট
	(ঝ) ডিটিসিএ'র কার্যাবলি সম্পর্কিত: উপসচিব (ডিটিসিএ) জানান- (১) ডিটিসিএ'র জন্য নতুন সৃজিত আউটসোসিং ১১টি গাড়ীচালকের মধ্যে ০১টি পদ এবং ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে ০৭টি পদ আউটসোর্সিং এর পরিবর্তে স্থায়ীকরণে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের হতে ২০/০২/২০১৯ তারিখে কিছু তথ্যাদি চাওয়া হয়েছে। তথ্যাদি প্রেরণের জন্য ০৬/০৩/২০১৯ তারিখে ডিটিসিএকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (২) ডিটিসিএ'র জন্য চাকুরি প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্তির জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক চাহিত প্রবিধানমালার ভেটিং সংক্রান্ত চাহিত তথ্য ২৬/০২/২০১৯ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	(১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। (২) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব ডিটিসিএ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)

www.rthd.gov.bd // date: 2019-04-01

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(৩) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত মহাসড়কে ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপনের বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভাকে অবহিত করেন। ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে কিছু কিছু জায়গায় নির্দেশিকা স্থাপন করা হয়েছে তবে তা একই ধরণের একং যথাযথ মানের নয়। এগুলো একই ধরণের এবং যথাযথ মানের হওয়া প্রয়োজন।	(৩) ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত মহাসড়কে ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা একই ধরণের একং যথাযথ মানের করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৮/০৩/২০১৯
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব

www.rthd.gov.bd || date: 2019-04-01